রবি মওসুমে কৃষক-কিষানিদের করণীয়

রবি মওসুমে ফসলের বেশি ফলন পাওয়ার জন্য কৃষক-কিষানি ভাই-বোনদের প্রস্তুতি নেয়ার এখনই সময়।

ভুট্টা	• মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ভুট্টার বীজ বপন করুন।
গম	• কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে গম বীজ বপনের প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রহায়ণের ০১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে। দো-আঁশ মাটিতে গম ভালো হয়। • বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম দিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া ভালো। সেচযুক্ত চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৬ কেজি এবং সেচবিহীন চাষের জন্য বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি বীজ বপন করতে হবে।
সরিষা	• কার্তিক মাস সরিষা চাষের উপযুক্ত সময়। বিঘাপ্রতি গড়ে ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি সরিষার বীজ প্রয়োজন হয়। সরিষা ক্ষেতে মৌ-বক্স স্থাপন করুন।
বাদাম ও অন্যান্য তেল জাতীয় ফসল	• সরিষা ছাড়াও অন্যান্য তেল ফসল যেমন : চিনাবাদাম, তিষি, সূর্যমুখী এ সময় চাষ করা যায়। চিনাবাদাম চাষের ক্ষেত্রে বারি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাত ব্যবহার করুন।
আলু	• মধ্য মার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আলু বপনের উপযুক্ত সময়। বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য বেশ উপযোগী।
মিষ্টিআলু	• কার্তিক মাস মিষ্টিআলুর লতা লাগানোর উপযুক্ত সময়। নদীর ধারে পলিযুক্ত এবং বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির মাটিতে মিষ্টিআলু ভালো ফলন দেয়।
ডাল ফসল	• কার্তিক মাস খেসারি, ফেলন, সয়াবিন, ছোলাসহ অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসল চাষের উপযুক্ত সময়।
শাকসবজি	• এখন শীতকালীন শাকসবজি চাষের উপযুক্ত সময়। লালশাক ও মুলাশাকের বীজও এ সময় বপন করতে পারেন। • যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নত জাতের দেশি-বিদেশি ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বাটিশাক, টমেটোর চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করুন।
মসলা জাতীয় ফসল	• কার্তিক মাস মসলা ফসলের মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ধনিয়া, মেথি, কালিজিরা, মৌরি বপন/রোপণের উপযুক্ত সময়। • এ মাসের দ্বিতীয়ার্ধে বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজের কন্দ ও রসুনের কোয়া জমিতে রোপণ করতে হবে।
বোরো ধানের বীজতলা তৈরি	• কার্তিক মাসের শেষার্ধ থেকে বীজতলা তৈরি করে আধুনিক জাতের বোরো ধানের বীজ বপন শুরু করুন।

ভালো ফসল পাওয়ার জন্য মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল আধুনিক জাতের বীজ ব্যবহার করুন। এর দ্বারা ফসলের ফলন ১৫-২০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা দরকার। কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট, সবুজ সার ও অন্যান্য জৈব সার ব্যবহার করুন। ক্ষতিকর রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য জৈব বালাইনাশক, পার্চিং, আলোর ফাঁদ ও ফেরোমেন ট্র্যাপ ব্যবহারে পরিবেশ রক্ষা হয়। সাশ্রয়ী সেচের জন্য সেনিপা (AWD) ও ফিতা পাইপ ব্যবহার করুন এবং জমিতে পরিমিত পরিমাণ সেচ দিন।

প্রচারে: কৃষি তথ্য সার্ভিস — কৃষি মন্ত্রণালয়